গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ।
www.lawjusticediv.gov.bd

নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণী।

তারিখ ঃ ১০/১০/২০২১ খ্রিঃ
সময় ঃ ৩.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ সভাকক্ষ, আইন ও বিচার বিভাগ।
আয়োজনে ঃ নৈতিকতা কমিটি, আইন ও বিচার বিভাগ।

আজ ২৯/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে আইন ও বিচার বিভাগের সভা কক্ষে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সভাপতি ও মাননীয় সচিব জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নৈতিকতা কমিটির ফোকাল পয়েন্ট জনাব উম্মে কুলসুম সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিগত ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ইস্যুকৃত পরিপত্রে উল্লিখিত নৈতিকতা কমিটির কার্যপরিধি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। উক্ত পরিপত্র অনুযায়ী এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির কার্যবিবরণী হচ্ছে ঃ-

(১) আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর, সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়ে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য এবং অন্তরায় চিহ্নিতকরণ;
(২) বিদ্যমান অন্তরায় দূরীকরণে সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ;
(৩) কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কাদের উপর ন্যস্ত থাকবে, তা নির্ধারণ; এবং
(৪) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

তিনি আরও উল্লেখ করেন ঃ

২০২০-২০২১ অর্থবছরে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সুশাসন সংক্রান্ত স্টেকহোল্ডার সভা কুমিল্লা, নরসিংদী, যশোর ও বান্দরবান জেলায় আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় জাতীয় আইনগত সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বর্ণিত জেলাসমূহে কতিপয় সাফল্য পরিলক্ষিত হয়, যা সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চার জন্য অনুসরণীয়। বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

(১) আইনী সহায়তা ভোগকারী বিচারপ্রার্থীদের জন্য অভিযোগ/মতামত প্রদানের সুযোগ রয়েছে। উক্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত সমাধান করে মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করা হয়;

(২) সিটিজেন চার্টার স্থাপন করে আইনী সেবা প্রদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর যোগাযোগের নম্বর, সেবাসমূহের বিবরণ, সেবামূল্য, সময় ইত্যাদি সার্বিক তথ্যাদি সংযুক্ত রয়েছে;

(৩) জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার অনলাইন পেইজ/ওয়েবসাইটে সকল আবেদন ফরম পাওয়া যাচ্ছে, বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ সেবা গ্রহীতাদের জন্য দ্রুত, স্বল্প সময়ে ও খরচে সেবা প্রাপ্তি পাশাপাশি আইনী সেবা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা শুদ্ধাচারের অঙ্গীকার।

সভায় উপস্থিত উপ-সচিব (প্রশাসন-১), জনাব মোঃ শেখ গোলাম মাহবুব তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর হিসেবে নিবন্ধন অধিদপ্তর নিবন্ধন কার্যক্রমের মাধ্যমে জনমুখী সেবা প্রদান করে আসছে। উক্ত রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমটি দ্রুত সময়ে, সহজে প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান অন্তরায়সমূহ হচ্ছে ঃ

(১) রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদির সহজলভ্যতা;
(২) বালামবইয়ে লিপিবদ্ধ হওয়ার পর মূল দলিল গ্রহীতা বরাবরে হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সময়সীমা হ্রাস;

উক্ত বিষয়সমূহে মাননীয় সভাপতি উল্লেখ করেন, বিভিন্ন ধরণের ভূমি দলিল রেজিস্ট্রেশনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যাদি-যেমন প্রয়োজনীয় কাগজাদি, রেজিস্ট্রেশন ফি, সেবাপ্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি অন্তর্ভূক্ত করে দৃশ্যমান স্থানে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা যেতে পারে।

তাছাড়া, ই-রেজিষ্ট্রেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম সহজেই জনগণের কাছে পৌছানো যাবে।

জনাব শেখ হুমায়ুন কবির, উপ-সচিব বাজেট তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, অধঃস্তন আদালতের শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচারক ও বিচারকার্যে সহায়ক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের ভাবমুর্তি উজ্জল করার পাশাপাশি, শুদ্ধাচারের চর্চা বাড়ানো যেতে পারে। তাছাড়া, আদালতে যথাসময়ে উপস্থিতি ও সর্বোচ্চ কর্মঘন্টা বিচারকার্যে ব্যবহার এর মাধ্যমে মামলাজট নিরসন করা যেতে পারে। সরকারী যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিচারকগণ যেন আন্তরিক হন, সে বিষয়ে সবার সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে।

এ প্রসঙ্গে জনাব উম্মে কুলসুম সভাকে অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে নিবন্ধন অধিদপ্তর, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা এবং বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট তাদের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছে। তাদের কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে যাতে শুদ্ধাচার কৌশলের যথার্থ প্রতিফলন হয়, তাতে যথাযথভাবে ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় সভাপতি, তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, শুদ্ধাচার সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম অনুসঙ্গ। প্রতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার চর্চার ক্ষেত্রে এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত সেবাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সেবাগ্রহীতাদের উপযোগী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। তাছাড়া সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যয়ে ও খরচে কিভাবে সেবার মান উন্নত করা যায়, তার জন্য আমাদের প্রতিনিয়ত কাজ করে যেতে হবে। বিচারপ্রার্থী জনগণ এবং এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহিতাগণকে সহজে ও দ্রুততম সময়ে উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আমাদের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করতে হবে। তিনি প্রতিনিয়ত চর্চার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানান।

সভার আলোচনার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয় ঃ

১। শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনায় এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল পত্রের কার্যক্রমের প্রতিফলন থাকতে হবে।

২। যথাসময়ে প্রতিটি সুচকের বিপরীতে ধার্যকৃত কার্যক্রম সম্পাদন করে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

৩। প্রতিটি নাগরিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করতে হবে।

৪। অধঃস্তন আদালতের বিচারকগণ যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি ব্যবহারের বিষয়ে শুদ্ধাচার চর্চা বাড়াতে হবে। এ বিষয়ে একটি নির্দেশনা পত্র জারী করা যেতে পারে।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১৩/১০/২০২২

(মোঃ গোলাম সারওয়ার)
সচিব
ও
নৈতিকতা কমিটি
আইন ও বিচার বিভাগ।